কর্মেন্দ্রিয়াণি

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। যথা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা- চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, যথা- বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন হল সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরনবৃত্তি।

বাক প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির রজঃ অংশ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ, রজোগুনপ্রধান আকাশ থেকে বাক উৎপন্ন হয়েছে। রজোগুনপ্রধান বায়ু থেকে পানি, রজোগুনপ্রধান অগ্নি থেকে পাদেন্দ্রিয়, রজোগুনপ্রধান জল থেকে পায়ু এবং রজোগুনপ্রধান পৃথিবী থেকে উপস্থ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়েছে।

কর্মেন্দ্রিয়গুলির কাজ হল কর্মসাধন করা। বচন, আদান, গমন, বিসর্জন ও আনন্দ এগুলি হল যথাক্রমে বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থের বিষয় বা কর্ম।

৫টি কর্মেন্দ্রিয় আকাশাদি ৫টি ভূতের রজোগুনের কার্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মেন্দ্রিয়ের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেন। এই অধ্যায়ে ৬নং শ্লোকে তিনি বলেন যে, যিনি কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে কেবলমাত্র সংযত করে মনে মনে ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করেন, তিনি মিথ্যাচারী। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যথা—

"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

পরবর্তী ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, "যিনি মনে মনে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে নিরাসক্ত থেকে নিজের কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে কর্মে প্রেরিত বা নিযুক্ত করেন, তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

মন ভগবানে রেখে কর্মেন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা নিয়ত কর্ম করতে হবে— এটাই শ্রীকৃষ্ণবচনের মর্মার্থ। কর্মকে ভগবচ্চিন্তন দ্বারা পবিত্র করতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্মের ফল মনে মনে সমর্পণ করলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। কর্মত্যাগ করলে কর্মেন্দ্রিয়গুলি বিকল হয়ে যাবে।

—x—